"দক্ষ হয়ে বিদেশ যাব
বিদেশী মুদ্রা দেশে আনবো"

এসএসসি (ভোকেশনাল) এবং এইচএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের প্রতি শ্রেণির চূড়ান্ত পরীক্ষার পর শিক্ষার্থীদেরকে ০৬ (ছয়) সপ্তাহের জন্য শিল্প কারখানায় বাস্তব প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়। বাস্তব প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত নম্বর চূড়ান্ত মূল্যায়নের সাথে যোগ করা হয়। শিল্প কারখানায় বাস্তব প্রশিণের সময় শিক্ষার্থীরা বাস্তব কর্মক্ষেত্রের সাথে পরিচিত হয় এবং হাতে-কলমে কাজ শিখে। অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডের মতই কারিগরি শিক্ষা বোর্ডও গ্রেডিং পদ্ধতিতে এস.এস.সি. (ভোকেশনাল) ও এইচ.এস.সি. (ভোকেশনাল) পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করে থাকে।

শিক্ষা কালীন আর্থিক সুযোগ :

৭০% ছাত্র মেধার ক্রমানুসারে এবং ১০০% ছাত্রী শিক্ষা সহায়ক ভাতা পেয়ে থাকে। এছাড়াও শিল্প সংযুক্তিতে সকল শিক্ষার্থী নির্ধারিত হারে প্রশিক্ষণ ভাতা পেয়ে থাকে।

উচ্চ শিক্ষার সুযোগ :

আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে এসএসসি (ভোকেশনাল) পাশ শিক্ষার্থীরা এইচএসসি (ভোকেশনাল ও সাধারণ), পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট, টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউট ও কৃষি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট -এ ডিপ্লোমা কোর্স করার সুযোগ রয়েছে। ডিপ্লোমা শিক্ষাক্রমে ভর্তিতে এসএসসি (ভোকেশনাল) পাশ শিক্ষার্থীদের জন্য ১৫% কোটা নির্ধারিত থাকে এবং এইচএসসি (ভোকেশনাল) পাশ শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট টেকনোলজিতে সরাসরি ৪র্থ পর্বে ভর্তির সুযোগ রয়েছে। এ ছাড়াও ডিপ্লোমা কোর্সে মেধা তালিকায় যে কোন টেকনোলজীতে ভর্তির সুযোগ রয়েছে। এইচ.এস.সি (ভোকেশনাল) পাস করার পর ছাত্র-ছাত্রীগণ বুয়েট/প্রকৌশল ও সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল প্রকার উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকে।

"ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে ভাই
কারিগরি শিক্ষার বিকল্প নাই"

"উদ্যোক্তা হতে চাও
কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষণ নাও"

"এই সময়ের শ্রেষ্ঠ দীক্ষা
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা"

কর্মক্ষেত্রে সুযোগ :

আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করার পর ছাত্র-ছাত্রীরা শিল্প কারখানায়, সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানে এবং বিদেশেও দক্ষ কারিগর/দক্ষ অপারেটর হিসেবে চাকুরী পেয়ে থাকে। তাছাড়া ও রয়েছে নিজ নিজ ট্রেড ভিত্তিক আত্ম কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ। এমনকি এ শিক্ষায় ফেল করলেও বেকার থাকতে হয় না, দক্ষতার গুণে তার রয়েছে আত্ম-কর্মসংস্থানের অবারিত সুযোগ।

ভোকেশনাল শিক্ষার সরকারি নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এ প্রতিষ্ঠানটির প্রশাসনিক কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। শিক্ষা বিষয়ক যাবতীয় কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে থাকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

উপসংহার :

বর্তমান বিশ্বে দ্রুত উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের মূল হাতিয়ার হচ্ছে কারিগরি শিক্ষা। এ শিক্ষা জাতিকে জ্ঞানী ও বিচক্ষণ করে গড়ে তোলার পাশাপাশি কর্মক্ষম ও আত্ম-নির্ভরশীল করে যা জাতির উন্নয়নে মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। তাই দেশ ও জাতির এগিয়ে যাওয়ায় কার্যকরী ভূমিকা রাখতে কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ, প্রসার ও প্রয়োগে আমাদের সকলের অংশগ্রহণ করা উচিত।

সন্তোষ চন্দ্র দেবনাথ
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)
সিলেট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
টেকনিক্যাল রোড, সিলেট।
ফোন: ০২৯৯৬৬৩১৩৪৭

"নারী পুরুষের সমতা অর্জন
দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ"

"দক্ষ হবো নেইকো লাজ
ঘুচবে অভাব মিলবে কাজ"

একটাই লক্ষ্য হতে হবে দক্ষ

সিলেট সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, সিলেট

স্থাপিত: ১৯২৩ ইং

"কারিগরি শিক্ষা নিলে
বিশ্ব জুড়ে কর্ম মিলে"

প্রসপেক্টাস

আমাদের কোর্সসমূহ :

- জে.এস.সি. (ভোকেশনাল) ঃ ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণি।
- এস.এস.সি. (ভোকেশনাল) ঃ নবম ও দশম শ্রেণি।
- এইচ.এস.সি. (ভোকেশনাল) ঃ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি।
- এইচ.এস.সি. (বিএমটি) ঃ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি।

আমাদের বৈশিষ্ট্য :

১. নূন্যতম ব্যয়ে শিক্ষা সেবা প্রদান
২. অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পাঠদান
৩. আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ উন্নত মানের ল্যাব ও ওয়ার্কসপ
৪. মাল্টিমিডিয়া সুবিধা সম্পন্ন সুপরিসর শ্রেণিকক্ষ
৫. শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রমের (ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা) নিয়মিত আয়োজন
৬. শিল্প-কারখানায় নিয়মিত বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান
৭. বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তির সর্বোচ্চ সহায়তা প্রদান
৮. সরকারি বৃত্তি প্রাপ্তির সর্বাধিক নিশ্চয়তা
৯. নিরিবিলি ও পাঠ সহায়ক পরিবেশ

"কারিগরি শিক্ষায় দক্ষতা
আনে আর্থিক সচ্ছলতা"

"একটাই লক্ষ্য
হতে হবে দক্ষ"

"কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করি
নিজের কর্মসংস্থান নিজেই করি"

সূচনা :

হযরত শাহজালাল (র:) এর পূণ্য ভূমি সিলেটের অন্যতম সুপ্রাচীন এই প্রতিষ্ঠান ২০০৪ সালের ১লা জানুয়ারি "সিলেট টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ" হিসেবে আত্ন প্রকাশ করে যা পূর্বে ১৯২৩ সাল থেকে সুরমা ভ্যালী টেকনিক্যাল স্কুল ও পরবর্তীতে ১৯৬২ সালে টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট এবং ১৯৮৩ সাল থেকে ভোকেশনাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট নামে অভিহিত করা হত। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠানের দক্ষিণ ও পশ্চিমে রয়েছে কাজির বাজার ব্রীজ, উত্তরে টেকনিক্যাল রোড (কামালবাজার রোড) ও সুরমা নদী, পূর্বে সরকারি শাহপরাণ কলেজ। কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে সরকারের ভিশন ২০৩০ ও ২০৪১ বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠানটি গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

রূপকল্প :

কারিগরি বৃত্তি মূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ যুগপযোগী করণ, দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন এবং জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন।

অভিলক্ষ্য :

মানসম্পন্ন কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতি ও কর্মসূচি উন্নয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন, আর্দশ মান নির্ধারণ ও মূল্যায়ন।

কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহ :

- মানসম্মত কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রবেশ গম্যতার উন্নয়ন সাধন।
- কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সকল ক্ষেত্রে সাম্য ও সমতার নীতি প্রতিষ্ঠিত করা।
- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের উপযোগী দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করা।
- শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় সু-শাসন জোরদার করা।
- মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনা সমৃদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জাতীয় সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও লালন করা।

"দক্ষ হয়ে বিদেশ গেলে
অর্থ সম্মান দুই-ই মেরে"

"কারিগরি শিক্ষা নিয়ে
গড়বো দেশ সবাই মিলে"

"কারিগরি শিক্ষার অবদান
বেকার সমস্যার সমাধান"

বর্তমানের চালু কোর্স সমূহ :

ক্র: নং	কোর্স সমূহ	ভর্তির সময়কাল
১	জেএসসি. (ভোকেশনাল)ঃ ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণি	প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাস (বাকাশিবো কর্তৃক নির্ধারিত সময়)
২	এসএসসি. (ভোকেশনাল)ঃ নবম শ্রেণি (১০ টি ট্রেডে)	প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাস (বাকাশিবো কর্তৃক নির্ধারিত সময়)
৩	এইচএসসি. (ভোকেশনাল)ঃ একাদশ শ্রেণি (১০ টি ট্রেডে)	এসএসসি'র ফল প্রকাশের পর (বাকাশিবো কর্তৃক নির্ধারিত সময়)
৪	এইচএসসি. (বিজনেস এন্ড ম্যানেজমেন্ট টেকনোলজি)ঃ একাদশ শ্রেণি (০২ টি ট্রেডে)	এসএসসি'র ফল প্রকাশের পর (বাকাশিবো কর্তৃক নির্ধারিত সময়)
৫	স্কিলস -২১ প্রজেক্ট কর্তৃক পরিচালিত ৩৬০ ঘন্টা মেয়াদি NTVQF-এর ০৬ টি অকুপেশন।	প্রতি চার মাস পরপর (স্কিলস-২১ প্রজেক্ট কর্তৃক নির্ধারতি সময়)
৬	SEIP Project প্রজেক্ট কর্তৃক পরিচালিত Motor Driving with Basic Maintenance Course	প্রতি চার মাস পরপর (এপ্রিল, আগষ্ট ও ডিসেম্বর)

শিক্ষা দান পদ্ধতি :

বর্তমানে সিলেট টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ-এ পর্যাপ্ত সংখ্যক উচ্চশিক্ষিত, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, মেধাবী ও অভিজ্ঞ শিক্ষক রয়েছেন।

এ সকল শিক্ষকগণ মানসম্পন্ন শিক্ষা দান পদ্ধতির ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান। নিষ্ঠার সাথে তারা তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাশ পরিচালনা করেন।

ভোকেশনাল শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে শিক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়।

"কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করি
দক্ষ হাতে দেশ গড়ি"

"কারিগরি শিক্ষা নিন
বদলে যাবে আপনার দিন"

"জনসংখ্যা বোঝা নয়
দক্ষ জনশক্তি করবে জয়"

ট্রেড ও শ্রেণী ভিত্তিক আসন সংখ্যা নিম্নরুপ :

শ্রেণী	শিফ্‌ট/ট্রেড	আসন সংখ্যা
ষষ্ঠ	প্রতি শিফ্‌টে	৬০টি
সপ্তম	প্রতি শিফ্‌টে	৬০টি
অষ্টম	প্রতি শিফ্‌টে	৬০টি
নবম	প্রতি ট্রেডে	৮০টি
দশম	প্রতি ট্রেডে	৮০টি
একাদশ	প্রতি ট্রেডে	৫০টি
দ্বাদশ	প্রতি ট্রেডে	৫০টি
একাদশ (বিএমটি)	প্রতি ট্রেডে	৫০টি
দ্বাদশ (বিএমটি)	প্রতি ট্রেডে	৫০টি

পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি :

কারিগরি শিক্ষার পরীক্ষা পদ্ধতি সাধারণ শিক্ষা অপেক্ষা উন্নততর। এখানে প্রতিটি বিষয়ের নম্বর ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও চূড়ান্ত মূল্যায়নের সমন্বয়ে গঠিত। ধারাবাহিক মূল্যায়নের মধ্যে রয়েছে ক্লাশ টেস্ট, কুইজ টেস্ট, বর্ষমধ্য পরীক্ষা এবং ক্লাশে হাজিরা ও আচরণের নম্বর সমূহ। চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য দু'ধরণের পরীক্ষা হয়ে থাকে। প্রথমত: নবম থেকে দশম এবং একাদশ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে উত্তীর্ণ হতে হয়। দ্বিতীয়ত: এস.এস.সি. (ভোকেশনাল) এবং এইচ.এস.সি (ভোকেশনাল) চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। এ পরীক্ষা দু'টো সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের এস.এস.সি. ও এইচ.এস.সি. পরীক্ষার সঙ্গে একই সময়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ পরীক্ষা পদ্ধতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, একজন শিক্ষার্থী টি.এস.সি.তে ভর্তি হবার পর থেকে চূড়ান্ত পরীক্ষা পর্যন্ত প্রতি মুহূর্তেই শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে পড়াশোনার সাথে নিবিড় ভাবে জড়িত থাকতে হয়। ফলে সহজেই শিক্ষার্থী তার কাঙ্খিত দক্ষতা ও ফলাফল অর্জন করতে পারে।

"বাড়ছে সুযোগ বাড়ছে কাজ
কারিগরি শিক্ষা নেব আজ"

"দেশে আনতে শুভ দিন
কারিগরি প্রশিক্ষণ নিন"